Study Material for Semester- Vi

Paper – International Relation After 2nd World War

Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,

Bidhan Chandra College, Asansol

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পর্ক

বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে চেকোশ্লোভাকিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে চেকোশ্লোভাকিয়া ছিল একটি উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল তবে এখানে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রভাবও কোন অংশে কম ছিল না। তারা ছিল দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। চেক শাসক দল কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত ছিলেন। জার্মানির নাৎসি শাসক হিটলার এখানকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার স্বার্থে চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলো হিটলারকে বাধা দেওয়ার কোন প্রয়াস করেনি। বরং তারা তাকে তোষণ করেছিল। তাদের হিটলার তোষণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল ১৯৩৮ সালের মিউনিখ চুক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে দখল করেছিল। হিটলারের বিরুদ্ধে চেক কমিউনিস্ট দল তিব্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত লালফৌজ জার্মানির হাত থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে মুক্ত করেছিল।

১৯৪৬ সালে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট দল ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এই নির্বাচনের পর এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেন ক্লিমেন্ট গটঅয়াল্ড। তিনি অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা করে চলতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে চেক সরকার মার্শাল পরিকল্পনা কে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। চেক সরকারের এই সিদ্ধান্ত ছিল স্তালিনের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। স্তালিন অনুভব করেছিল এখানে মার্কিনী প্রভাব পড়লে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট বলয়ে ফাটল ধরবে। স্তালিন চেয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েত নিন্ত্রন বজায় রাখতে। ১৯৪৮ সালে স্তালিনের নির্দেশে চেক প্রধানমন্ত্রী গটওয়াল্ড সমস্ত বিরোধী দলকে উচ্ছেদ করে একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে সম্পূর্ণভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণভাবে মস্কো নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক বেশিদিন বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলনা। চেক জনগণ রুশ প্রভাবকে ভালোভাবে মানতে চায়নি। মস্কোর নির্দেশে চেক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং প্রশাসনে পরিবর্তন আসে আন্তনিন নভোতনির পরিবর্তে ক্ষমতায় আনা হয় আলেকজান্ডার ডুবচেক কে। তিনি রক্ষণশীল ও উগ্রসংস্কারপন্থীদের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হাজির করেছিলেন 'প্রাগ বসন্ত পরিকল্পনা'। তিনি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে নতুন নীতি অনুসরণ করেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মিলন চেয়েছিলেন। চেক কমিউনিস্ট পার্টি তে যাতে সবকিছু ভালোভাবে আলোচনা করা যায় তার জন্য তিনি মুক্ত পরিবেশ চ্যেছিলেন। পুরানো সস্যাল ডেমোক্র্যাট দলকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা উঠেছিল। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সোভিয়েত কার্যাবলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন লেখা এই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেয়েছিল। প্রশাসনে যেমন গণতন্ত্রীকরণ শুরু হয়েছিল তেমনই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুরু হয় বিকেন্দ্রীকরণ। চেকোশ্লোভাকিয়াতে যে ধরনের সমাজতন্ত্র ডুবচেক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা মোটেই সোভিয়েত অনুসৃত সমাজতন্ত্র ছিলনা। স্বাভাবিক কারণে ডুবচেকের এই কর্মসূচীকে সোভিয়েত রাশিয়া মেনে নিতে পারেনি। সোভিয়েত রাশিয়া ডুবচেকের এইসব কর্মপন্থাকে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছিল।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও ডুবচেক এক স্বতন্ত্র নীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার অঙ্গুলিহেলনে চেক প্রশাসন চলতে রাজী হয়নি। চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিম জার্মানির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম জার্মানির সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত রাশিয়া চেক প্রজাতন্ত্রের এই পদক্ষেপকে মানতে পারেনি। চেক প্রশাসন যুগোশ্লাভিয়া ও রোমানিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া এটাও ভালোভাবে মানতে পারেনি। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে যেভাবে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্র প্রধান মার্শাল টিটো এবং রোমানিয়ার প্রধান কসেস্কুকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো অসহ্য ব্যপার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশ গুলির সাথে একের পর এক বৈঠক করে। ১৯৬৮ সালের ২৩ শে মার্চ ড্রেসডেনে ছয়টি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র মিলিত হয়ে ডুবচেকের নীতিকে গ্রহণ করেনি। এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার নীতি সমাজতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। মস্কো থেকে ডুবচেক কে ডেকে পাঠিয়ে তার নীতিতে পরিবর্তনের কথা বলা হয়, কিন্তু ডুবচেক তা মানতে অস্বীকার করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই অনমনীয় মনোভাব সোভিয়েত ইউনিয়নের মনে ভীতির সঞ্চার করে, মনে হয় যে চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট বলয়ে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে। চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমঝে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬৮ সালে

২০ শে আগস্ট চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করে। পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ায় সেনা পাঠিয়েছিল।

ডুবচেক সোভিয়েত রাশিয়ার এই আগ্রাসনকে মানতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত হাঙ্গেরি আক্রমণ করেছিল, হাঙ্গেরি প্রতিরোধ গড়ে তুলেও ব্যর্থ হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে ডুবচেক সোভিয়েত আক্রমণ প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু এই আক্রমণ যে মার্কসবাদের চূড়ান্ত অধঃপতন ছিল তা চেক কমিউনিস্ট পার্টির বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ডুবচেক ও তার সহকর্মীদের বন্দী করে মস্কোতে পাঠানো হয়। ১৯৬৮ সালের ২৬শে আগস্ট মস্কো চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ডুবচেককে সোভিয়েত মুক্তি দিয়েছিল। তিনি পুনরায় ক্ষমতায় এসেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার চুক্তি তে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত সৈন্য চেক দেশে থাকবে। সোভিয়েত এতেও সন্তুষ্ট ছিল না কারন তারা জানতো ডুবচেক কে নিয়ন্ত্রনে রাখা কঠিন বিষয়। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও অধিকারের প্রতি ডুবচেকের ছিল গভীর আস্থা। তিনি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রনে চলতে রাজী ছিলেন না। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ডুবচেক কে ক্ষমতা থেকে অপসারণের পরিকল্পনা করতে থাকে। ডুবচেক কে অপসারণ করে মস্কো নিজেদের পছন্দ মতো গুস্তাফ হুসাক কে ক্ষমতায় এনেছিল। তিনি ডুবচেকের নীতি কে পরিহার করে সোভিয়েত রাশিয়ার ইচ্ছেপূরণকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। অপসারিত ডুবচেক কে প্রথমে তুরস্কে রাষ্ট্রদূত করা হয়েছিল। কিছুদিন পর তাকে কমিউনিস্ট দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ডুবচেকের নেতৃত্বে ষাটের দশকে যে গণতন্ত্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। ঐ ঐতিহ্য কে অনুসরণ করে আশির দশকে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া সহ সমস্ত পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্র জ্যলাভ করেছিল। ষাটের দশকে চেক – সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটে।